দৈনিক ইনকিলাব

03 JUL 1997

প্রাথমিক শিক্ষায় শৈথিল্য অবাঞ্ছিত

ইউসুফ শরীফ

দেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৮০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা আর্থিক দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। কারণ, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনে বৈষম্য রয়েছে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ আরো জানিয়েছেন যে, বাজেটে শিক্ষা খাতে ৩২শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য মাত্র ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে—যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। সমিতির পক্ষ থেকে এ-ও বলা হয়েছে যে, বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবীতে আগামী ২ আগস্ট থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কালো ব্যাজ ধারণ এবং থানা ও জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক দুর্ভোগ দূর করার জন্য সরকারী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সাথে তাদের যে বেতন বৈষম্য রয়েছে তা নিরসনের দাবীই জানিয়েছেন বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। আর এ বৈষম্য দূর করতে হলে বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করতে হবে। শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করতে হলে বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ অর্থাৎ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। দেশে বর্তমানে বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯ হাজার ৬শ' ৮৪টি বলে জানা গেছে। এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অভিজ্ঞতাভেদে মাসিক বেতনের যথাক্রমে শতকরা ৭১ ভাগ, ৬২ ও ৫০ ভাগ সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন। শিক্ষকদের বর্তমান প্রারম্ভিক বেতন স্কেল ১০৫০ টাকা। সেই হিসেবে সরকার থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ঐ অভিজ্ঞতাভেদে যথাক্রমে ৭৪৫ টাকা, ৬৫১ টাকা ও ৫২৫ টাকা। বলার অপেক্ষা রাখে না, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের স্বাভাবিক কারণেই সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপরই ভরসা করতে হয়। সরকার থেকে যে অর্থ তারা পেয়ে থাকেন তা দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হওয়ার কোনো কারণ নেই—এটা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আর্থিক অনটনে থেকে আর যাই হোক ঠাণ্ডা মাথায় ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সুচারুভাবে পাঠদান সম্ভব নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমত লেখাপড়া করান না, স্কুলে তাদের হাজিরা সন্তোষজনক নয় এবং স্কুলে পাঠদানের চেয়ে তারা অন্যবিধ কাজ-কামেই বেশী জড়িত থাকেন—এ ধরনের অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা গেছে। এসব অভিযোগে কোনই সত্যতা নেই—একথা বলা হয়তো ঠিক হবে না। তবে, কেন শিক্ষকদের ক্লাসে শিক্ষাদানে মনোযোগ নেই এবং কেনই বা তারা অন্যবিধ কাজ-কামে বেশী উৎসাহী—তার কারণ অনুসন্ধান করলে প্রথমেই তাদের বেতন-ভাতার প্রসঙ্গ আসে। এক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা শুরুতেই আলোচিত হয়েছে।

দেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভাল পড়াশোনার ব্যবস্থা করার জন্যই শিক্ষকদের বেতন বৈষম্যের একটা সুরাহা হওয়া দরকার। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেছেন, '১৯৯৪ সালের আগস্ট মাসে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের অনশন ধর্মঘট সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়া হবে। কিন্তু, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার এক বছর পরেও শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়া হয়নি'। বোঝা যায়, এ ব্যাপারে শিক্ষকদের একটা চাপা ক্ষোভ জমা হয়েছে গত এক বছরে। এখানে উল্লেখ করতে হয়, গত বছর ২৫ সেপ্টেম্বর পত্রিকান্তরে 'নয়া স্কুল স্থাপন ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা' শিরোনামে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ৪ সদস্যের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে সরকারী ঊর্ধ্বতন সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল যে, 'গত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনুফেস্টোতেও দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। সেই অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যেই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে।...... কমিটির দ্বিতীয় কাজ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতনের সরকারী অংশের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরী'। একথাও সেই খবরে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, 'এই দুইটি বিষয়ে (নয়া স্কুল স্থাপন ও বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ বৃদ্ধি) আগামী দুই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দেবে'। এই সুপারিশ আদৌ প্রণীত হয়েছে কি-না বা সরকারের কাছে জমা দেয়া হয়ে থাকলে তা এখন কোন্ পর্যায়ে, কি অবস্থায় আছে—সেটা সংশ্লিষ্টরাই বলতে পারবেন। কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, নয়া সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক বছর অপেক্ষা করে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের দাবী আদায়ে আবারও বিক্ষোভ-সমাবেশ অর্থাৎ কর্মসূচীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এতে সহজেই অনুমিত হয় বিষয়টির সুরাহার ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

প্রায় ২০ হাজার বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক যদি দাবী আদায়ের জন্য রাস্তায় নামেন তাহলে এসব স্কুলে পড়াশোনার অবস্থাটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সরকার ভেবেছেন? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, গত ক'বছরে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি প্রায় নীরব বিপ্লব ঘটেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে এবং মাঝপথে ড্রপআউটও কমে এসেছে। এ দু'টিই প্রাথমিক শিক্ষা এবং বিশেষ করে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে খুবই আশাব্যঞ্জক বিষয়। কিন্তু, যেসব কর্মসূচী গ্রহণের ফলে এই পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেসব কর্মসূচী অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সতর্ক নজর দেয়া না হলে এবং দ্বিতীয়ত সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্ধিতসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির যোগান অব্যাহত না রাখা হলেও বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আর্থিক দৈন্যদশা দূর করার পদক্ষেপ নেয়া না হলে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জেগে ওঠা এই জোয়ার রুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। এই আশংকার বিষয়ে যে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিশেষ মনোযোগী—তেমন বোধ হয় বলা যাবে না। কেননা, তাহলে অন্তত বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার পালনের উদ্যোগটি শৈথিল্যের শিকার হতো না। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে জরুরী ভিত্তিতে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে—এটাই কাম্য।